সহজ বাংলায়

আল-কুরআনের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ

পারা ১ - ১৩(আংশিক)

কয়েকজন খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলারের
সমন্বিত উদ্যোগ

সবুজপত্র

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের জানা প্রয়োজন

গ্রন্থ পরিচিতি ও এর বিন্যাস

সহজ বাংলায় আল-কুরআনুল কারীমের অত্র গ্রন্থখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১-২৫ পারা) আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত (শেষ ৫ পারা) অনুবাদ ও টীকা ছাড়াও সংক্ষিপ্ত তাফসীর রয়েছে। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষের ৫ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে মাক্কী সূরাই ৫৪টি। দীন ইসলামের আলোকে ব্যক্তি গঠনের জন্য মাক্কী সূরার তাৎপর্য অধিক। তাই শেষ ৫ পারার সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে। বিশাল তাফসীর পড়া যারা কঠিন মনে করেন তারাও যাতে তাফসীরের সারকথা জেনে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন– এটা আপনার উপর মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাট রহমত। সূরা আর-রাহ্‌মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সকল দয়ার অধিকারী যিনি, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ

১. 'কুরআনের আসল পরিচয়' শিরোনামে শুরুতেই যে লেখাটি আছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন। তাহলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. প্রত্যেক সূরার অনুবাদের আগে বাংলায় সূরাটি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভালো করে পড়ে নিন এবং অনুবাদ পড়ার সময় সেসব কথা খেয়ালে রাখুন।

৩. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে ভালো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকিদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া কঠিন হবে।

৪. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল-কুরআন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

কুরআনের আসল পরিচয়

আমরা ৩০ পারায় ১১৪টি সূরা নিয়ে সংকলিত আকারে একটি বিরাট কিতাব বা গ্রন্থ বা পুস্তক বা বই হিসেবেই কুরআনকে দেখতে পাই। বই বললেই আমরা বুঝি–

১. কাগজে ছাপানো বাঁধাই করা একটি জিনিস;
২. এর একটি নাম থাকতে হবে;
৩. বইটি কয়েকটি চ্যাপ্টার বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকলে প্রত্যেক অধ্যায়েরই আলাদা নাম থাকবে;
৪. এক অধ্যায়ে অনেক বিষয় আলোচনা করা হয় না;
৫. একই ধরনের বিষয় ও কথা বারবার লিখা হয় না।

কোনো বই সম্পর্কে আমাদের এটাই ধারণা। কুরআনকে আমরা লিখিত বই হিসেবেই দেখতে পাই। এর নামও রয়েছে। ১১৪টি অধ্যায়ের (সূরা) আলাদা আলাদা নামও দেখতে পাই। কিন্তু দুনিয়ার অন্য সব বইয়ের সাথে এর কোনো মিল নেই। বইয়ের মতো দেখলেও সবদিকেই বেমিল দেখা যায়। যেমন–

১. আমরা কাগজে লেখা বাঁধাই করা অবস্থায়ই কুরআনকে দেখি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় একটি বই হিসেবে কুরআনকে লিখে পাঠাননি।
২. অন্য সব বইয়ের নাম থেকে বোঝা যায়, বইটিতে কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কি ইতিহাস, ভূগোল, অংক না সাহিত্য রয়েছে। কিন্তু 'কুরআন' নাম থেকে এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। কুরআনের আরো কয়েকটি নাম আছে যেমন– আল-ফুরকান, আল-হিকমা, আশ-শিফা, বুরহান, আন-নূর – যার কোনোটাই বিষয়ভিত্তিক নয়। এর সব কয়টি নামই পরিচয়মূলক ও গুণবাচক।
৩. অন্য সব বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের নামও বিষয়ভিত্তিক। যে অধ্যায়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাও এর নাম থেকে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের সূরাগুলোর নাম থেকে আলোচ্য বিষয় বোঝা যায় না। এ নামও পরিচয়মূলক মাত্র।
৪. সাধারণত কোনো বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে একই বিষয়ের আলোচনা থাকে না; কিন্তু কুরআনে একই বিষয় একাধিক সূরায় পাওয়া যায়।
৫. কোনো বইতেই বারবার একই কথা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লেখা থাকে না; কিন্তু কুরআনে একই কথা বহু বার বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অন্য সব বইয়ের মতো একটা বই মনে করে যদি কেউ কুরআন বোঝার চেষ্টা করে, তাহলে সে তা থেকে কিছুই বুঝতে পারবে না। বই বললে সবাই যা বুঝে কুরআন সে ধরনের কোনো বই নয়। তাহলে প্রথমেই জানতে হবে, কুরআন কোন্ ধরনের বই এবং একে বুঝতে হলে কীভাবে পড়তে হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ৪০ বছর তখন রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাতে মক্কা থেকে একটু দূরে মিনা নামক জায়গায় পাথরের এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় একটি গুহায় ধ্যানরত থাকাকালে প্রথম তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করা শুরু করেছেন। সেদিন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতী জীবন শুরু হলো। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছর এভাবেই তিনি কিছু কিছু করে ওহীর মারফতে আল্লাহর বাণী পেয়েছিলেন। এসব বাণী জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শোনাতেন এবং তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। লিখিত কোনো জিনিস তাঁকে দেয়া হতো না। কিন্তু তিনি যে অংশটুকু যখন পেতেন

তখনই তা সাহাবায়ে কেরামকে পড়ে শোনাতেন। তাঁরাও তা মুখস্থ করে নিতেন। কয়েক জন সাহাবীকে এসব আয়াত লিখে রাখার দায়িত্বও দেয়া ছিল। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে যত ওহী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ নাযিল হয়েছে তার সমষ্টিই হলো কুরআন।

তাহলে বোঝা গেল, কুরআন একসাথে একটা বই হিসেবে দেয়া হয়নি। লিখিত আকারেও আসেনি। বক্তৃতা, বিবৃতি বা ভাষণ হিসেবেই জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পেশ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুখে সেভাবেই তিলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দিয়েছেন।

কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত বসানো হবে এবং কোন্ সূরার পর কোন্ সূরা সাজানো হবে সবই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় থাকাকালেই কিছু সংখ্যক সাহাবী পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। মুখস্থ করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারতীব অনুযায়ী সাজানো থাকতে হবে। গোটা কুরআনের হাফিয হতে হলে যেভাবে সাজানো আছে সেভাবেই মুখস্থ করতে হয়। সুতরাং বোঝা গেল, বর্তমানে আমরা আয়াত ও সূরাগুলো যেমন সাজানো অবস্থায় দেখতে পাই, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করে গেছেন।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, একসাথে একটি বিরাট বই হিসেবে কুরআন তখনো তৈরি হয়নি। যাদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী লিখে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে লিখে রাখতেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকালে জিহাদের ময়দানে অনেক হাফিযে কুরআন শহীদ হওয়ায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পরামর্শে কুরআনকে একটি গ্রন্থের আকারে তৈরি করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যাঁরা ওহী শোনার সময়ই লিখে রাখতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁকে বিশেষভাবে লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি হলেন যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাই আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর এ মহান দায়িত্ব দিলে তিনি ওহীর লেখকগণ ও প্রসিদ্ধ হাফিজগণের সাহায্যে এবং তাঁদের মতামত নিয়ে কুরআনকে একটি গ্রন্থের আকারে তৈরি করেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকালে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটায় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণে পার্থক্য দেখা দেয় এবং যে দেশে যে রকমের উচ্চারণে পড়া হচ্ছিল, সে উচ্চারণেই কুরআন লিখা হতে থাকে। এতে সারা দুনিয়ায় কুরআনের অক্ষর ও উচ্চারণের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থা থেকে কুরআনকে হেফাযত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সময় যে সংকলন তৈরি করা হয়েছিল তা তিনি হুবহু নকল করে সব দেশের শাসনকর্তার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং পাঠানো গ্রন্থের অনুকরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে কুরআনের কোনো গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকলে তা ধ্বংস করার জন্যও তাকিদ দিয়েছেন। আজ সারা দুনিয়ায় 'কুরআন' নামে যে মহাগ্রন্থটি তিলাওয়াত করা হয় তা ঐ মূল গ্রন্থ থেকেই তৈরি করা হয়েছে।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআনকে সঠিকভাবে ও সহজে বুঝতে হলে এ কথাটি জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে এ কিতাব নাযিল করেছেন। মানবজাতির আদিপিতা আদম ও আদিমাতা বিবি হাওয়া আলাহিস সালামকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তারা শয়তানের ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। যে শয়তান এত কৌশল ও যোগ্যতার সাথে তাঁদেরকে জান্নাতে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুনিয়ায় না জানি ঐ দুশমনের হাতে কী দুর্গতি হয়, এ আশঙ্কায়ই তাঁরা পেরেশান হয়ে

সূরা নির্দেশিকাসহ পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

[সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ]

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
১	আল-ফাতিহা	اَلْفَاتِحَة	মাক্কী	৭	১	১	৩
২	আল-বাক্বারাহ	اَلْبَقَرَة	মাদানী	২৮৬	৪০	১-৩	১০
৩	আলে ইমরান	آلِ عِمْرَان	মাদানী	২০০	২০	৩-৪	৮৩
৪	আন-নিসা	اَلنِّسَآء	মাদানী	১৭৬	২৪	৪-৬	১২৩
৫	আল-মায়িদাহ	اَلْمَآئِدَة	মাদানী	১২০	১৬	৬-৭	১৭০
৬	আল-আন'আম	اَلْأَنْعَام	মাক্কী	১৬৫	২০	৭-৮	২০৬
৭	আল-আ'রাফ	اَلْأَعْرَاف	মাক্কী	২০৬	২৪	৮-৯	২৪৫
৮	আল-আনফাল	اَلْأَنْفَال	মাদানী	৭৫	১০	৯-১০	২৮৬
৯	আত-তাওবাহ	اَلتَّوْبَة	মাদানী	১২৯	১৬	১০-১১	৩০৬
১০	ইউনুস	يُوْنُس	মাক্কী	১০৯	১১	১১	৩৪০
১১	হূদ	هُوْد	মাক্কী	১২৩	১০	১১-১২	৩৬২
১২	ইউসুফ	يُوْسُف	মাক্কী	১১১	১২	১২-১৩	৩৮৫

দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আর-রা'দ থেকে সূরা আল-জাছিয়াহ]

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
১৩	আর-রা'দ	اَلرَّعْد	মাদানী	৪৩	৬	১৩	৪১১
১৪	ইবরাহীম	اِبْرَاهِيْم	মাক্কী	৫২	৭	১৩	৪২২
১৫	আল-হিজর	اَلْحِجْر	মাক্কী	৯৯	৬	১৩-১৪	৪৩২
১৬	আল-নাহল	اَلنَّحْل	মাক্কী	১২৮	১২	১৪	৪৪২
১৭	বনী ইসরাঈল	بَنِيْ اِسْرَآءِيْل	মাক্কী	১১১	১২	১৫	৪৬৪
১৮	আল-কাহফ	اَلْكَهْف	মাক্কী	১১০	১২	১৫-১৬	৪৮৬
১৯	মারইয়াম	مَرْيَم	মাক্কী	৯৮	৬	১৬	৫০৬
২০	ত্বা-হা	طٰهٰ	মাক্কী	১৩৫	৮	১৬	৫২১
২১	আল-আম্বিয়া	اَلْأَنْبِيَآء	মাক্কী	১১২	৭	১৭	৫৪২
২২	আল-হাজ্জ	اَلْحَجّ	মাদানী	৭৮	১০	১৭	৫৫৮
২৩	আল-মু'মিনূন	اَلْمُؤْمِنُوْن	মাক্কী	১১৮	৬	১৮	৫৭৪
২৪	আন-নূর	اَلنُّوْر	মাদানী	৬৪	৯	১৮	৫৮৮

১. সূরা ফাতিহা

আয়াত-৭, রুকূ'-১, মাক্কী

নাম: ফাতিহা অর্থ যা দিয়ে খোলা হয় বা শুরু করা হয়। কুরআন মাজীদে প্রথম সূরা হিসেবে এর এ নাম রাখা হয়েছে। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু করা হয়েছে। সাধারণত সূরার কোনো একটি শব্দের ভিত্তিতে প্রায় সব সূরারই নামকরণ করা হলেও একমাত্র দুটো সূরার নাম এমন শব্দে রাখা হয়েছে, যা ঐ সূরায় নেই। একটি সূরা ফাতিহা, আরেকটি সূরা ইখলাস।

নাযিলের সময়: নবুওয়াতের প্রথমদিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়। পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে এ সূরাই প্রথম নাযিল হয়েছে। এর আগে সূরা আ'লাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হলেও সূরা ফাতিহার পূর্বে আর কোনো পূর্ণ সূরা নাযিল হয়নি।

আলোচ্য বিষয়: এ সূরা এমন এক দোয়া, যা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার সময় পড়া উচিত।

নাযিলের পরিবেশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন সেখানে যত মন্দ রীতি-নীতি ও কাজ-কর্ম চালু ছিল, তা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই ছোট বয়স থেকেই অন্য সবার চেয়ে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও চাল-চলন আলাদা ধরনের ছিল। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব মানুষকেই কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তা মোটামুটি বোঝার তাওফীক দিয়েছেন, সেহেতু মক্কাবাসীরা যত খারাপ কাজই করুক, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের প্রশংসা করত।

যে বয়সে মানুষ ভালো-মন্দ বুঝতে পারে সে বয়স থেকেই তিনি সমাজে যা কিছু খারাপ দেখতেন, তা অপছন্দ করতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মন সমস্ত মন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই তরুণ বয়সেই তিনি সমবয়সীদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল'[১] নামক একটি সমিতিতে শরীক হয়ে সমাজসেবার কাজ শুরু করেন। বিধবা ও ইয়াতীমকে সাহায্য করা, ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, যুলুম করা থেকে ফিরিয়ে রাখা, আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং এ জাতীয় অনেক কাজ তিনি ঐ সমিতির মাধ্যমে করতে থাকলেন। এসব কাজের ফলে সবাই তাঁকে 'আস সাদিক' ও 'আল আমীন' অর্থাৎ একমাত্র সত্যবাদী ও একমাত্র আমানতদার বলে প্রশংসা করতে লাগল।

---

১. 'হিলফুল ফুযূল' সমিতির মাধ্যমে যুবক বয়সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সমাজ সেবার মনোভাব বিকাশ লাভ করে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ সমিতির গুরুত্ব যথেষ্ট।

এ সমিতির ইতিহাস ও নামকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। এ সমিতিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন করেননি। সমিতিটি আগেই গঠিত হয়েছিল। এতে রাসূল যোগদান করার পর এর গঠনমূলক কাজের প্রকাশ হয় এবং সমিতির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

ফাদল ইবনে ফুদালা, ফাদল ইবনে বিদায়াহ, ফুদাইল ইবনে হারিস, ফুদাইল ইবনে শারায়াহ, ফাদল ইবনে কুযায়াহ এ সমিতি গঠন করেন। তাদের প্রত্যেকের নামই ফাদল বা ফুদাইল ছিল। এ মূল শব্দ 'ফাদল' এবং এর বহুবচন 'ফুদূল'। এরা সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আরবীতে চুক্তিকে 'হিলফ' বলা হয়। সুতরাং 'হিলফুল ফুযূল' মানে হলো ফাদল নামধারী কয়েকজনের চুক্তি।

অনিচ্ছুক জাতি হেদায়াত পায় না। কারণ, হেদায়াত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান এবং এ দান অপাত্রে দেওয়ার নিয়ম নেই। খাঁটি মনে কাতরভাবে মহান ও দয়াময় মনিবের নিকট ধরনা দেওয়া ছাড়া এ দান পাওয়া যায় না।

বিতাড়িত, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

সূরা [১] আল-ফাতিহা, মাক্কী — سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১. প্রশংসা[১] শুধু আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।[২]	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾
২. যিনি মেহেরবান ও দয়াময়।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾
৩. বিচার দিনের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾
৪. আমরা (একমাত্র) তোমারই ইবাদত করি[৩]আর (শুধু) তোমারই কাছে সাহায্য চাই।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾
৫. আমাদেরকে সোজা-সঠিক পথ দেখাও।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾
৬-৭. ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ। যাদের উপর গযব পড়েনি, আর যারা পথহারা হয়নি।[৪]	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি তাঁর বান্দাহদেরকে এজন্য শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তারা এটাকে একটা দরখাস্ত হিসেবে তাদের মনিবের খিদমতে পেশ করে।

২. আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটি তিনটি অর্থে বলা হয়- (ক) মালিক, মনিব, প্রভু; (খ) লালন-পালনকারী; (গ) হুকুমকর্তা, বিধানদাতা, শাসক, ব্যবস্থাপক, বন্দোবস্তকারী। আল্লাহ এসব অর্থেই সারাজাহানের রব।

৩. 'ইবাদত' শব্দটিও আরবীতে তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়- (ক) পূজা-উপাসনা, (খ) আনুগত্য ও আদেশপালন, (গ) দাসত্ব ও গোলামি।

৪. বান্দাহর এ দোয়ার জবাবই হলো পুরা কুরআন। দাস তার মনিবের কাছে পথ দেখানোর জন্য দোয়া করছে, আর মনিব এর জবাবে তাকে এ কুরআন দান করেছেন। শেষ আয়াতের আরও একরকম তরজমা হতে পারে। যেমন- 'ঐসব লোকের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে।'

২. সূরা আল-বাক্বারাহ

আয়াত ২৮৬, রুকূ'-৪০, মাদানী

নাম: সূরার ৬৭নং আয়াতের 'বাকারা' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল: হিজরতের পরপরই সূরাটির বেশি অংশ নাযিল হয়। কোনো কোনো অংশ অনেক পরেও নাযিল হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আয়াত দশম হিজরীতে এবং সূরার শেষ কয়েকটি আয়াত হিজরতেরও আগে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পটভূমি

১. মাক্কী যুগের সূরাগুলোতে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তারা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ওহী, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির কথা জানত না। কিন্তু মদীনা ও এর চারপাশে যে ইহুদী গোত্রগুলো বাস করত তাদের নিকট ঐসব পরিভাষা খুবই পরিচিত ছিল এবং তারা এসবকে বিশ্বাসও করত। শেষ নবী যে দীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন ঐ ইসলাম ইহুদীদেরও আসল দীন ছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষও মুসলিমই ছিল। কিন্তু আল্লাহর মূল কিতাবে বিকৃতি এবং মনগড়া বহু কিছু যোগ-বিয়োগ করে তারা এক আজব ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল এবং তারা যে মূলে মুসলিম ছিল, সে কথা ভুলে নিজেদেরকে 'ইহুদী' নাম দিল। তাই এ সূরায় তাদেরকে বনী ইসরাঈল নামে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ৫ থেকে ১৪নং পর্যন্ত ১০টি রুকূ'তে তাদের গোটা ইতিহাস তুলে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত কবুলের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

২. মাক্কী যুগের সূরায় ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস ও বুনিয়াদি নৈতিক শিক্ষাদান এবং শিরকের অসারতা ও যাবতীয় জাহেলী মত ও পথের খণ্ডন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো হেদায়াত তখনও নাযিল হয়নি। কিন্তু হিজরতের পর আরবের সব এলাকা থেকে মুসলিম মদীনায় আসার ফলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ায় রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির দরকার হলো। তাই এ সূরার ২৩ থেকে ৪০নং রুকূ' পর্যন্ত এসব বিষয়ে হেদায়াত রয়েছে।

৩. মদীনার এ নতুন ছোট্ট রাষ্ট্রে তখন মাত্র কয়েক শ' মুসলিম ছিল, যাদের প্রায় অর্ধেকই মুহাজির। মুহাজিররা জন্মভূমিতে তাদের ধন-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে শুধু জানটুকু নিয়ে পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় নিল। অপরদিকে গোটা আরবের কাফির, মুশরিক ও অন্যান্য ধর্মের সব লোক ইসলাম ও মুসলিম জাতির দুশমন হয়ে রইল। এ অবস্থায় এ সূরায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে পাঁচটি বিষয়ে প্রাথমিক হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন–

(ক) কঠোর পরিশ্রম করে অমুসলিম জনগণের মধ্যে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

(খ) বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা মযবুত যুক্তির সাথে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(গ) সম্বলহারা মুহাজিরদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিমদের ভাত-কাপড়, বাসস্থানের যে বিরাট সমস্যা দেখা দিল, তা সত্ত্বেও সবর ও মযবুত মনোবল নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

সূরা [২] আল-বাক্বারাহ, মাদানী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ, লা-ম, মীম[১]	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এটি আল্লাহর কিতাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত–	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾
৩. যারা গায়েবে[২] বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে[৩] ও আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আর (হে রাসূল!) আপনার প্রতি যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেসবের উপর যারা ঈমান আনে এবং আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এ ধরনের লোকেরাই তাদের রবের দেখানো সঠিক পথে আছে এবং তারাই সফলতা লাভের অধিকারী।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾
৬. যারা (এসব কথা মানতে) অস্বীকার করেছে [হে নবী] তাদেরকে আপনি সাবধান করুন আর না-ই করুন তাদের জন্য দুই-ই সমান। কোনো অবস্থায়ই তারা ঈমান আনবে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

---

১. এ ধরনের 'হরূফে মুকাত্তাআত' বা আলাদা আলাদা বর্ণগুলো কুরআন মাজীদের অনেক সূরার শুরুতেই আছে। তাফসীরকারগণ এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কিন্তু কোনো অর্থেই তাঁরা একমত হননি। এসবের অর্থ জানার দরকারও নেই। কেননা, এগুলোর অর্থ না জানার দরুন কুরআন থেকে হেদায়াত লাভে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না।

২. 'গায়েব' বা 'অদৃশ্য' বলতে বোঝানো হচ্ছে– ঐসব সত্য, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে রয়েছে। যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে কিংবা ইন্দ্রিয়ের নাগালে কখনও সরাসরি আসে না। যেমন– আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ, ফেরেশতাগণ, ওহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৩. 'নামায কায়েম করা'র অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায় করা নয়; বরং এর অর্থ জামাআতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা চালু করা। কোথাও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করলেও যদি সেখানে জামাআতের সাথে এই ফরয আদায়ের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।